Module Name :- PHI-A-CC-3 (Sem 2) Date :→ 11/4/2020
Topic Name :- Outlines of philosophy
Prepared by : Smita Mukherjee

## সাংখ্য দর্শন

### ① পুরুষ বা আত্মার স্বরূপ :→

ঈশ্বরবাদী সাংখ্যমতে জগতের মূল তত্ত্ব দুটি - পুরুষ ও প্রকৃতি। সাংখ্যমতে পরিণামী প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের কারণ হল এক অপরিণামী অপরিবর্তনীয় সত্তা। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনে 'পুরুষ' ও 'আত্মা' নাম দুটি অভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আত্মার বা পুরুষের অস্তিত্ব ভারতীয় সকল দর্শনে স্বীকৃত হলেও আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে।

সাংখ্যমতে, চৈতন্য হল পুরুষের স্বরূপ ধর্ম। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে সাংখ্যের পুরুষ কেবল চৈতন্যগুণসম্পন্ন দ্রব্য নয় কিন্তু চৈতন্য পুরুষের আগন্তুক গুণ নয়। সাংখ্যমতে পুরুষ চৈতন্যময়। এই দিক থেকে সাংখ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায়ের মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে বেদান্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাংখ্য সম্প্রদায়ের পার্থক্য এই যে, সাংখ্য সম্প্রদায় যেখানে পুরুষকে চিন্ময় বলেই ক্ষান্ত হননি, সেখানে অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায় চিন্ময় পুরুষকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ (সচ্চিদানন্দ) বলে উল্লেখ করেছেন।

সাংখ্যমতে, আত্মা বা পুরুষ ব্যক্ত (বিকৃতি) ও অব্যক্ত (প্রকৃতির) বিপরীত। "ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতি পুরুষঃ। ব্যক্ত ও অব্যক্ত সকলই ত্রিগুণাত্মক, অবিবেকী, বিষয়, সচেতন ও প্রসবধর্মী অর্থাৎ পরিণামী। কিন্তু পুরুষ এসকল ধর্মের বিপরীত। পুরুষ গুণাতীত, বিবেকী, অবিষয়, চেতন ও অপ্রসবধর্মী অর্থাৎ অপরিণামী। পুরুষ চেতনধর্মী ও অবিষয় হওয়ায় সাক্ষী বা দ্রষ্টামাত্র। —

অন্যান্য সম্প্রদায়ের আত্মতত্ত্বের বিরোধিতা করে সাংখ্য সম্প্রদায় নিত্য, কালসংবাধিত, নিষ্ক্রিয়,

Scanned with CamScanner

নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, পাপপুণ্যহীন স্বয়ংজ্যোতি পুরুষতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। পুরুষ সর্বব্যাপী ও সর্বব্যাপক হয়। অবিবেকবশত পুরুষ বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বদ্ধ হয়েছে তাই প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হয়। পুরুষের অবিবেক বিনাশ করতে তা বিনাশের মাধ্যমে পুরুষ মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ করে। স্বভাবতঃ পুরুষ উদাসীন, তবে প্রকৃতি যখন পুরুষকে নিজের স্বকীয় পরিণাম প্রদর্শন করে, তখন পুরুষ দ্রষ্টা বা সাক্ষী হয়। তবে যাকে নিজ বিষয় প্রদর্শন করে, দর্শনের ব্যাপারে নিজের কোনো সক্রিয়তা নেই, তাকেই সাক্ষী বলে, পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ বলে তার দেখার বা জানার শক্তি রয়েছে, কিন্তু তার ক্রিয়াশক্তি নেই। তাই প্রকৃতি যখন নিজ রূপকে পুরুষের সম্মুখে উপস্থাপন করে, তখন পুরুষ সেইরূপ প্রকৃতিকে দর্শন করে মাত্র।

আত্মা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। আত্মা বা পুরুষ বিকারহীন, পরিবর্তনহীন, উদাসীন, সাক্ষীমাত্র, বুদ্ধিতে (প্রকৃতির পরিণাম) আত্মার প্রতিবিম্বের ফলে জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্বভাব দেখা যায়। বুদ্ধির সান্নিধ্যে আত্মা নিজেকে জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তারূপে অনুভব করে। এই অনুভব তার স্বরূপজ্ঞান থেকে বিচ্যুত। কখন বৃত্তিজ্ঞান, অজ্ঞানবশত আত্মা প্রকৃতির পরিণাম চিত্তের বিকার বা চিত্তবৃত্তিকে নিজের বিকার বলে অনুভব করে। চিত্তের বিকারকে নিজের বিকার রূপে জানা করাই বন্ধনদশা। আত্মার বন্ধনদশায় জীবের জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখ আছে। পরমাত্মার জন্ম নেই, আত্মা চিরমুক্ত।

Scanned with CamScanner